বেনাপোল বন্দর

বছরে দালালদের আয় ১৫ কোটি টাকা

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

দেশের প্রধান স্থলবন্দর বেনাপোলে তৎপর পাসপোর্ট দালাল এবং পাসপোর্টহীন অবৈধ বিদেশগামী পাচারকারীরা যাত্রীদের জিম্মি করে বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সবকিছু হচ্ছে প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায়। একেবারে ঘরে বসে বিনা পরিশ্রমে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ আয় যাতে বন্ধ বা হাতছাড়া হয়ে না যায় সে জন্য এখানে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী একটি সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের যারা পরিচালক তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গেও জড়িত। কারো কারো রয়েছে এপার ও ওপারের শীর্ষ পর্যায়ের অপরাধীদের সঙ্গে সখ্য। যে কারণে অনেকেই এ চক্রের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। দেশে বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু হলে এরা নিজেরা যেমন ওপারে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তেমনি ওপারে পালানোর ব্যবস্থা করে দেয় এপারের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের। ঠিক তেমনি ওপারের সন্ত্রাসীরাও এপারে আসে এই চক্রের মাধ্যমেই। প্রতিদিনই বেনাপোল চেকপোস্টে প্রতারণা চলছে। চলছে যাত্রী হয়রানি। অন্তত একশ' পাসপোর্ট দালালের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিন্ডিকেট যাত্রীদের জিম্মি করে হয়রানি করছে। সেই সঙ্গে তারা প্রতারণা, জোর-জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে আদায় করছে অর্থ। প্রতিদিন যার পরিমাণ ৫ হাজার, মাসে দেড় লাখ এবং বছরে ১৮ লাখ টাকা। এই চক্রের কারো কারো মাসিক আয় ১৫ হাজার।

যেভাবে আদায় করা হয় টাকা : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থলপথে যাতায়াতের প্রধান রুট হচ্ছে বেনাপোল। প্রতিদিন এ পথ দিয়ে গড়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৮শ' যাত্রী যাতায়াত করে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে একজন যাত্রীকে ট্রাভেল ট্যাক্স প্রদান ছাড়াও কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। যা কঠিনও নয়, আবার জটিল নয়। কিন্তু দূর-দূরান্তের এবং নতুন যাত্রীরা অপরিচিত স্থানে এসে তা সহজে করতে পারেন না। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রশাসনিক হয়রানি। যে কারণে তারা যৎসামান্য অর্থ দিয়ে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে ঐ কাজগুলো করিয়ে নেন। এ জন্য এখানে পড়ে উঠেছে বিশাল এক দালাল চক্র। এদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০। সময়ের ব্যবধানে এই ১০০ দালাল এখন এতটাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে যে, এদের এড়িয়ে যাতায়াত করা কঠিন। বেনাপোল লোকাল বাসস্ট্যান্ড থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত এদের বিচরণ। ভোর ৪টা ৫টার মধ্যে এরা জড়ো হয়ে যায় পরিবহন কাউন্টারগুলোর সামনে। তারপর দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রীরা এলে তাদের বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়।

ইমিগ্রেশন, ট্রাভেলস ট্যাক্স প্রদান ও কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের কথা বলে হাতিয়ে নেয় সর্বস্ব। আর যদি কোনো যাত্রীর কাছে অতিরিক্ত টাকা অথবা অবৈধ মালামাল থাকে তাহলে তার দুর্ভোগের শেষ থাকে না। দালালরা তার কাছ থেকে ইচ্ছামত অর্থ হাতিয়ে নেয়। এভাবে একেকজন পাসপোর্ট দালাল প্রতি দিন ৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকে।

পাসপোর্ট দালালদের কারণে প্রশাসনও লাভবান হওয়ায় পুলিশ এবং কাস্টমস কর্মকর্তারাও চান তারা থাক। আর এ জন্যই মূলত বেনাপোলে যাত্রী হয়রানি বন্ধ হয় না। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, পাসপোর্ট দালালদের কয়েকজনের সঙ্গে ইমিগ্রেশন পুলিশের গভীর সখ্য রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে বড় আচড়ার হাফিজুর, মেহেদী হাসান বাবু, নমাজ গ্রামের বল্টু, দীঘিরপাড়ের সাফায়েত ও নাজিম। কোন যাত্রীর কী ত্রুটি আছে এরা কৌশলে জেনে নিয়ে গোপনে দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোগা অথবা কনস্টেবলকে জানিয়ে দেয়। এরপর সংশ্লিষ্ট পুলিশ নানা ফন্দি-ফিকির আর জটিলতা সৃষ্টি করে তার কাছ থেকে আদায় করে অর্থ। বর্তমানে দারোগা খলিল ও কনস্টেবল কুদ্দুস এই দায়িত্বটি পালন করছেন। এ জন্য তারা সহযোগী হিসেবে রেখেছেন বহিরাগত ঝন্টু ও বাবুল নামে দুই যুবককে। সূত্রমতে, কোনো যাত্রীর পাসপোর্টে পেশা চাকরি লেখা থাকলে তার কাছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র চাওয়া হয়। না থাকলে পাসপোর্ট আটকে দেয়া হয়। তারপর শুরু হয় দেনদরবার। এরপর আপস রফার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা হয়। এ ধরনের যাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হয় সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা। অন্য দিকে কোনো যাত্রী প্রথম আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে যেতে চাইলে তাদের কপালে জোটে চরম দুর্ভোগ। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তার কাছ থেকে আদায় করা হয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা। গত ২২ এপ্রিল কনস্টেবল কুদ্দুস ও তার সহযোগী ঝন্টু মুন্সিগঞ্জের ১২ যাত্রীর কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। তারা সবাই ছিল শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী। সূত্রমতে, এভাবে দালালদের সহায়তায় যে

২২ এপ্রিল কনস্টেবল কুদ্দুস ও তার সহযোগী ঝন্টু মুন্সিগঞ্জের ১২ যাত্রীর কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। তারা সবাই ছিল শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী। দালালদের সহায়তায় যে টাকা আয় হয় তা থেকে শতকরা ২০-৩০ ভাগ অর্থ দালাল, ১০ ভাগ কনস্টেবলরা, ২০ ভাগ দারোগারা ও ৩০ ভাগ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পান, আর বাকি ৪০ ভাগের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন সংস্থার মুখ বন্ধ করতে ব্যয় করা হয়

টাকা আয় হয় তা থেকে শতকরা ২০-৩০ ভাগ অর্থ দালালদের দিয়ে দেয়া হয়। বাদবাকি যে অর্থ থাকে তার ১০ ভাগ কনস্টেবলরা, ২০ ভাগ দারোগারা ও ৩০ ভাগ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পান, আর বাকি ৪০ ভাগের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন সংস্থার মুখ বন্ধ করতে ব্যয় করা হয়। বাকি অর্থ দেয়া হয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। আর সে কারণেই দীর্ঘদিন ধরে যাত্রী নির্যাতন চলে এলেও প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয় না। পুলিশের পাশাপাশি দালালদের মাধ্যমে লাভবান হন কাস্টমসের লোকজনও। সাধারণ নিয়মে অর্থ আদায় ছাড়াও তারা ল্যাগেজ পার্টি যাতায়াতে সুবিধা করে দিয়ে আয় করে অতিরিক্ত অর্থ।

পাসপোর্ট দালালদের মতো বেনাপোলে রয়েছে ধুড় পাচারকারীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটে রয়েছে ৬০ জন মহাজন এবং অন্তত ৩শ' লাইনম্যান। এরা প্রতিদিন অন্তত ৭০০ থেকে ৮০০ জনকে অবৈধভাবে পাচার করে। আর এখাত থেকে তাদের প্রতিদিন আয় হয় ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত। মাসে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। আর বছরে ১২ কোটি ৬০ লাখ থেকে ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এর বড় একটি অংশ যায় পুলিশ-বিডিআর এবং বিভিন্ন সংস্থার লোকজনের পকেটে। অপরদিকে যাত্রীরা অবৈধ পথে যাতায়াত করায় সরকার প্রতিদিন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভ্রমণ কর আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাসে যার পরিমাণ ৬৩ লাখ থেকে ৭২ লাখ টাকা।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মূলত পাসপোর্ট করার ঝামেলা ও প্রশাসনিক হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ মানুষ অবৈধ পথে যাতায়াত করে থাকেন। এছাড়াও বড় বড় চোরাচালানি এবং সন্ত্রাসীরাও বিনা পাসপোর্টে যাতায়াত করে। এভাবে যারা যাতায়াত করে তারা ধুড় হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের সবচেয়ে বড় ধুড় পাচারের সিন্ডিকেট রয়েছে বেনাপোলের সাদিপুরে। এই ঘাট দিয়ে গড়ে প্রতিদিন অন্তত ৭০০ থেকে ৮০০ ধুড় যাতায়াত করে। এদের পার করার জন্য সাদিপুরে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী একটি সিন্ডিকেট। অন্তত ৬০ জন মহাজন এই সিন্ডিকেট চালায়। প্রত্যেক মহাজনের কমপক্ষে ৫ জন করে লাইনম্যান রয়েছে। সারা বেনাপোলে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। মূলত যারা দূর-দূরান্ত থেকে বেনাপোলে আসে তাদেরকে মহাজনের কাছে নিয়ে যাওয়া এদের কাজ। ধুড়প্রতি মহাজনরা নিয়ে থাকে ৫০০ টাকা করে। সেই হিসাবে মহাজনদের প্রতিদিনের আয় ৩৫ হাজার টাকা থেকে ৪০ হাজার টাকা।

শর্তানুযায়ী লাইনম্যানরা পেয়ে থাকে মোট লাভের অর্ধেক। অর্থাৎ যেদিন ৮০০ ধুড় পাচার হয় সেদিন ৬০ মহাজন ৪০ হাজার এবং ৩০০ লাইনম্যান ৪০ হাজার টাকা করে পায়। সে হিসাবে প্রতিদিন লাইনম্যানরা ১৩৩ টাকা এবং মহাজনরা ৬৬৫ টাকা করে পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ লাইনম্যানরা মাসে প্রায় ৪ হাজার টাকা এবং মহাজনরা প্রায় ২১ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকে। তবে সব দিন সমান সংখ্যক ধুড় পাচার না হওয়ায় আয়ের কিছুটা তারতম্য ঘটে। তবে তা পুষিয়ে যায় সন্ত্রাসী এবং নারী ও শিশু পাচার করে। এসব ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা হয় আলোচনা সাপেক্ষে।

মহাজনদের তালিকা এপার-ওপার : ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, এপারে যে ৬০ জন মহাজন রয়েছে তারা হলো সাদিপুরের আলাউদ্দিন, ঝন্টু, আতিয়ার, মোশারেফ, আব্দুর রহিম, নেড়া, মজিদ, সোলাইমান, রাজ্জাক, পল্ট, রফিক, কুদ্দুস, হাসান, জামছের, ইকরাম ইজাহার ও আলী; ভবেরবেড় গ্রামের জুনাব আলী, রশিদ ও কালু মেম্বর (সাবেক) গাজীপুরের আনিস, মিলন, জাফর, রাজু, ফরমান ও ইউনুস, তালসারির খলিল, জলিল ও হোসেন ফকির, চেকপোস্টের ইবাদ, ভুট্টো, আব্দুর রশিদ ও মমতাজ। অপরদিকে ওপারের ধুড় সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে মক্কেল, নিতাই, সদানন্দ, নিলু তারক, সুশান্ত, মিস্ত্রী, গোবিন্দ, প্রফুল্ল, শিবু বিশ্বাস, কার্তিক ঘোষ, দীপক ঘোষ, চৈতন্য বিশ্বাস, সুকুমার রায়, নিরঞ্জন বিশ্বাস, বাবলু ঘোষ ও অমল। এভাবেই অপরাধের বিস্তার ঘটেছে সীমান্তবর্তী এ গ্রামটিতে। টাকার মালিক হওয়ার সুযোগ থাকায় এর বিরুদ্ধে কোনো সামাজিক প্রতিরোধও গড়ে উঠছে না।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০*
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।

RvZxq wekwe`¨vjq 2004-2005 wk¶ve‡li bZb cvV¨mPx Abhvqx Abvm †kYxi Rb¨ cYxZ

mvZK e¨envwiK evsjv mnvwqKv
A Board of Professors
evsjv mwn‡Z¨i i‡c‡iLv 1g LÛ, 2q LÛ
†cvcvj nvj`vi (Rv.we. Ab‡gvw`Z)

cw_Ni wjt XvKv

সেফওয়ে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪